খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদাপূর্ণ বদরী সাহাবী হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাজিআল্লাহু আনহুর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মুবারক-টিলফোর্ড, ইসলামাবাদ হতে প্রদত্ত ১৪ আগষ্ট ২০২০ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم ـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۔ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۔ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

তাশাহুদ তা'উয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এর স্মৃতিচারণ হচ্ছিল, আজও তার সম্পর্কেই কিছু কথা আছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর বিশিষ্ট সাহাবীদের একজন ছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) তাকে নিজ খিলাফতকালে ইরানী বাহিনীর মোকাবিলায় ইসলামী বাহিনীর কমাণ্ডার নিযুক্ত করেছিলেন। দৈবক্রমে তার উরুতে একটি ফোঁড়া বের হয়ে তা দীর্ঘদিন ভোগাতে থাকে। বহু চিকিৎসা করিয়েও কোন লাভ হয়নি। অবশেষে তিনি ভাবলেন, আমি যদি বিছানায় পড়ে থাকি আর সৈনিকরা দেখে যে, তাদের সেনাপতি তাদের সাথে নেই, তাহলে তারা মনোবল হারিয়ে বসবে। কাজেই, তিনি একটি গাছের ওপর মাচা প্রস্তুত করান, তিনি লোকদের সাহায্যে নিয়ে সেই মাচায় চড়ে বসতেন যাতে মুসলমান বাহিনী তাকে দেখতে পায় আর তারা আশ্বস্ত হয় যে, তাদের কমাণ্ডার সাথেই আছেন। সে দিনগুলোতেই তিনি (রাঃ) সংবাদ পান যে, একজন আরব নেতা মদ পান করেছে। তখন তিনি তাকে বন্দি করেন। কিন্তু সে বড়ই সাহসী মানুষ ছিল আর তার মাঝে এক উদ্দীপনা ছিল। যুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার কথা শুনে কক্ষের ভেতরে সে এমনভাবে পায়চারি করতো যেভাবে খাঁচার বাঘ পায়চারী করে বেড়ায়। পায়চারী করা অবস্থায় সে যে পঙক্তি আওড়াতো তার অর্থ হলো, আজই ইসলামকে রক্ষা করার এবং নিজ বীরত্বের স্বাক্ষর রাখার সুবর্ণ সুযোগ তোমার ছিল, কিন্তু তুমি কারারুদ্ধ। হযরত সা'দ (রাঃ)এর স্ত্রী খুবই সাহসী মহিলা ছিলেন। একদিন তিনি এই পঙক্তি শুনতে পান। সেই বন্দিকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি জান যে, সা'দ তোমাকে বন্দি করে রেখেছে। তিনি যদি জানতে পারেন যে, আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি তাহলে তিনি আমাকে ছাড়বেন না। কিন্তু আমার মন তোমাকে মুক্ত করে দিতে চায় যেন তুমি নিজের বাসনানুযায়ী ইসলামের কাজে আসতে পার। সে বলে, যুদ্ধের সময় আপনি আমাকে মুক্ত করে দিন, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যুদ্ধ শেষে দ্রুত ফিরে এসে এই কক্ষে ঢুকে পড়ব। উক্ত মহিলার হৃদয়েও ইসলামের জন্য মর্মব্যথা ছিল এবং ইসলামের সুরক্ষার জন্য এক বিশেষ উদ্দীপনা ছিল। তাই তিনি উক্ত ব্যক্তিকে বন্দিশালা থেকে মুক্ত করে দেন। অতঃপর সে যুদ্ধে যোগদান করে আর এমন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে যে, তার এই বীরত্বের কারণে ইসলামী

সেনাবাহিনী পিছপা হওয়ার পরিবর্তে সামনে অগ্রসর হয়। সা'দ (রাঃ) তাকে চিনে ফেলেন এবং পরবর্তীতে বলেন, আজকের যুদ্ধে সেই ব্যক্তি ছিল যাকে আমি মদ পানের অপরাধে বন্দি করে রেখেছিলাম। সে যদিও চেহারায় নেকাব পরে রেখেছিল কিন্তু আমি তার আক্রমণের ধরন ও তার উচ্চতা জানি। যে ব্যক্তি একে মুক্ত করেছে আমি তাকে খুঁজে বের করব এবং কঠোর শাস্তি দিব। হযরত সা'দ (রাঃ) যখন একথা বলেন তখন তার স্ত্রী ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তোমার কি লজ্জা হয় না? নিজে গাছে মাচা বানিয়ে বসে আছ আর এমন ব্যক্তিকে বন্দি করে রেখেছ যে কিনা নিঃশঙ্কচিত্তে শত্রুবুহ্য ভেদ করে ঢুকে পড়ে আর নিজ প্রাণেরও কোন পরোয়া করে না। সেই বক্তিকে বন্দিদশা থেকে আমিই মুক্ত করেছি, তোমার যা ইচ্ছে কর।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) এই বিবরণ লাজনাদের উদ্দেশ্যে তাঁর এক বক্তৃতায় তুলে ধরেছিলেন আর বলেছিলেন, নারীরা ইসলামের জন্য অনেক বড় বড় কাজ করেছে। অতএব, আজও আহমদী নারীদের এসব দৃষ্টান্তকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

কাদসিয়া বিজয়ের পর ইসলামী বাহিনী বেবিলন বিজয় করে। এটি জয় করার পর (ইসলামী সেনাদল) মিদিয়ান জয় করে। আর এভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় যা তিনি (সাঃ) পরিখার যুদ্ধের সময় করেছিলেন।

এরপর হযরত সা'দ (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ)এর সমীপে পত্র মারফত আরো অগ্রসর হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রত্যুত্তরে হযরত উমর (রাঃ) জানান যে, আপাতত অগ্রাভিযানের সেখানেই ইতি টানুন এবং বিজিত এলাকার আইনশৃঙ্খলার প্রতি মনোযোগী হোন। তদনুযায়ী হযরত সা'দ (রাঃ) মিদিয়ানকে কেন্দ্র বা রাজধানী বানিয়ে আইন-শৃঙ্খলা স্থিতিশীল করতে সচেষ্ট হন এবং তা সুচারুরূপে সম্পাদন করতে সক্ষমও হন। তিনি নিজের সুপরিকল্পনা ও উত্তম কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে সাব্যস্ত করেন যে, আল্লাহ্তা'লা তাঁকে রণকৌশলে পারদর্শিতার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনার যোগ্যতাও দান করেছেন। মিদিয়ানের আবহাওয়া আরবের স্বাস্থ্যসম্মত ছিল না। তাই হযরত সা'দ (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ)এর অনুমতি নিয়ে এক নতুন শহর গড়ে তোলেন, যেখানে বিভিন্ন আরব গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বসবাসের ব্যবস্থা করেন এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করান, যেখানে একযোগে চল্লিশ হাজার মুসুল্লী নামায আদায় করতে পারতো।

২৩ হিজরী সনে যখন হযরত উমরের ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয় তখন হযরত উমরের কাছে লোকজন নিবেদন করে যে, আপনি খিলাফতের জন্য কাউকে মনোনীত করুন। তখন হযরত উমর (রাঃ) খিলাফত নির্বাচনের জন্য একটি বোর্ড গঠন করেন যাতে হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম ও হযরত তালহা বিন ওবায়দু ল্লাহ্ (রাঃ) প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত উমর বলেন, এদের মধ্য থেকে কাউকে নির্বাচিত করবে কেননা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে জান্নাতবাসী আখ্যা দিয়েছেন। এরপর বলেন, যদি সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস খিলাফত লাভ করেন তাহলে তিনিই খলীফা হবেন। নতুবা তোমাদের মধ্যে যে-ই খলীফা হন তিনি যেন সা'দের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত উসমান (রাঃ)এর খিলাফতকালে যখন নৈরাজ্যের সূচনা হয় তখন এই রৈাজ্যকে দূরীভূ ত করার ক্ষেত্রে সাহাবীদের চমৎকার ভূমিকার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, যদিও সাহাবীদেরকে হযরত উসমান (রাঃ)এর কাছে একত্রিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো না কিন্তু তারপরও তারা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী তারা তাদের কাজ দুটি অংশে ভাগ করেন। যারা বয়োবৃদ্ধ ছিলেন এবং যাদের চরিত্রের প্রভাব সাধারণের মাঝে বেশি তারা তাদের সময় লোকদেরকে বুঝানোর জন্য ব্যয় করতেন আর যারা তেমন কোন প্রভাব রাখতেন না

অথবা যুবক ছিলেন তারা হযরত উসমান (রাঃ)এর সুরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। পুনরায় তিনি লিখেন, প্রথমোক্ত জামা'তের মাঝে হযরত আলী এবং পারস্য বিজেতা হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস নৈরাজ্য দূর করার কাজে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ)এর পর হযরত আলী (রাঃ)এর খিলাফতকালেও হযরত সা'দ নিভৃতেই ছিলেন। একটি বর্ণনা অনুযায়ী যখন হযরত আলী এবং আমীর মুয়াবিয়ার মাঝে মতবিরোধ বৃদ্ধি পায় তখন আমীর মুয়াবিয়া তিনজন সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে তার সহযোগিতার জন্য চিঠি লিখেন এবং তাদেরকে লিখেন যে, তারা যেন হযরত আলীর বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করে। এতে তারা তিনজনই অস্বীকৃতি জানান।

একবার আমীর মুয়াবিয়া হযরত সা'দকে জিজ্ঞেস করেন, হযরত আলীকে মন্দ বলতে আপনাকে কোন জিনিস বারণ করে? হযরত সা'দ বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার সম্পর্কে যে তিনটি কথা বলেছিলেন, সেগুলোর কোন একটিও যদি আমার সম্পর্কে হতো, তবে তা আমার জন্য লাল উটের চেয়েও অধিক প্রিয় হতো। তিনটি কথার কারণে আমি কখনো তাকে অর্থাৎ হযরত আলীকে মন্দ বলব না। প্রথমত একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আলীকে একটি যুদ্ধের সময় তাঁর (সাঃ) পিছনে রেখে যান। এতে হযরত আলী তাঁর (সাঃ) কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের মাঝে রেখে যাচ্ছেন? তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, তুমি কি এতে আনন্দিত নও যে, আমার সাথে তোমার ঠিক সেরকমই সম্পর্ক, যেমনটি মূসার সাথে হারূনের সম্পর্ক ছিল; পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, আমার অবর্তমানে তুমি নবুয়্যতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নও। দ্বিতীয়ত খায়বারের যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার বলেন, আমি এমন ব্যক্তির হাতে ইসলামের পতাকা দেব, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসা রাখে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলও তাকে ভালোবাসেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইসলামের পতাকা তার হাতে তুলে দেন, অতঃপর আল্লাহ্তা'লা সেদিন মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন। তৃতীয় যে বিষয়টি তিনি বর্ণনা করেন তা হলো, যখন সূরা আলে ইমরানের ৬২ নম্বর আয়াত নাযিল হয়, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ যার অনুবাদ হলো তুমি বলে দাও– আস, আমরা আমাদের পুত্রদের ডাকি এবং তোমরা তোমাদের পুত্রদের ডাক, আমরা আমাদের নারীদের ডাকি এবং তোমরা তোমাদের নারীদের ডাক–অবতীর্ণ হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনকে ডাকেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্! এরা হলো আমার পরিবার-পরিজন।

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের পুত্র মুসআব বিন সা'দ বর্ণনা করেন, যখন আমার পিতার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন তার মাথা আমার কোলে ছিল। আমার চোখ অশ্রুতে ভরে ওঠে। তিনি আমাকে দেখে বলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আপনার বিয়োগ ব্যাথা আর এ বেদনা যে, আপনার মৃত্যুর পর আপনার অনুরূপ কাউকে দেখছি না এই দুঃখে কাঁদছি। তখন হযরত সা'দ বলেন, আমার জন্য কেঁদো না, আল্লাহ্ আমাকে কখনো শাস্তি দেবেন না, আর আমি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) ৫৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার (রাঃ) বয়স সত্তরের অধিক ছিল। মদিনার তৎকালীন শাসক মারওয়ান বিন হাকাম তার জানাযা পড়ান। তার জানাযায় মহানবী (সাঃ)এর পবিত্র সহধর্মিনীরাও অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হয়েছেন। কিছু লোক মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র সহধর্মিনীর এহেন কাজের সমালোচনা করতে থাকে অতঃপর হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, জানাযা মসজিদে প্রবেশ করানো হয়েছে বলে লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করে। অথচ মহানবী (সাঃ) মসজিদের ভিতরেই হযরত সুহায়েল বিন বায়যা (রাঃ)এর জানাযার নামায পড়েছিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) বিভিন্ন সময়ে মোট নয়টি বিয়ে

করেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাদের ঘরে তাকে চৌত্রিশটি সন্তান দিয়েছেন যাদের মাঝে সতেরো জন ছেলে এবং মেয়ে ছিল সতেরো জন।

খুৎবা জুম্মা শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মরহুম জনাব সাফদার আলী গুজ্জর সাহেব, মরহুমা ইফ্‌ফাত নাসির সাহেবা, মরহুম জনাব আব্দুর রহীম সাকী সাহেব ও মরহুম জনাব সাঈদ আহমদ সেগাল সাহেবের উন্নত চরিত্রের গুনাবলীর বর্ণনা করেন এবং জুম্মার নামায শেষে উনাদের গায়েবে নামায জানাযা পড়ান।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ
اللّٰهِ رحمكم الله اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ.

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
14 August 2020

Makeup & Distribute **FROM**
AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org